সপ্তাহের আলোচিত নারী

রওনক জাহান

● কেকা অধিকারী

বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহান চলতি বছর রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ও তার গতিপ্রকৃতি নিয়ে বেশকটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সেগুলো তিনি পাঠ করেছেন বিভিন্ন সেমিনারে ও গোলটেবিল বৈঠকে। গত সপ্তাহে জাতীয় প্রেসক্লাবে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় তার পঠিত প্রবন্ধটি দেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক, রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষভাবে আলোচিত হয়। ওই প্রবন্ধে সরকারের উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিদের একটি বক্তব্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য দেশের শাসনব্যবস্থায় নাকি সরকার অব্যাহত রাখার প্রয়োজন রয়েছে। এই 'সরকার অব্যাহত রাখার' কথাটি উদ্বেগজনক। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য যেসব নীতি সুফল বয়ে আনে, তার ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজন আছে। তবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই ভোটের মাধ্যমে ঠিক করবেন, তারা কোনো সরকারকে অব্যাহত রাখবেন, না পরিবর্তন করবেন। গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যই হলো নাগরিকের প্রতিনিধি পছন্দ করার অধিকার ও কর্তৃত্ব।

বিশিষ্ট এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন, দশম সংসদ নির্বাচনের পর সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো প্রধান দলগুলোর অংশগ্রহণের মাধ্যমে আরেকটি সংসদ নির্বাচন। তিনি বলেন, আমি মনে করি না, একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। এর জন্য প্রধান কাজ হবে নির্বাচনী গণতন্ত্রের 'গণতন্ত্রীকরণ' করা। চলমান সঙ্কটের স্থায়ী উত্তরণে রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্রায়নের ওপর জোর দেন তিনি।

গত জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহের ভেতর অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী স্মারক বক্তৃতায় সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো রওনক জাহান বলেছিলেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে গেলে বাংলাদেশের নির্বাচনী গণতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ন করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ওই স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করে। 'দ্য স্টেট অব ডেমোক্র্যাসি ইন বাংলাদেশ' (বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অবস্থা) শীর্ষক এই স্মারক বক্তৃতায় রওনক জাহান বলেন, জিয়াউর রহমান এবং এইচ এম এরশাদের ১৫ বছরের সামরিক শাসনকালে বেশ কয়েকটি অগণতান্ত্রিক চর্চা শুরু হয়, যা ১৯৯০ সালে নির্বাচনী গণতন্ত্রে উত্তরণের পরবর্তী সময়েও বলবৎ রয়েছে। জিয়া ও এরশাদের আমলে একগুচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়েছে, কিন্তু এর প্রতিটিই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। ওই সময়ে যে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রবর্তন হয়েছিল, দুর্ভাগ্যজনকভাবে নব্বইয়ের পর নির্বাচনী গণতন্ত্রের পরও তা অব্যাহত রয়েছে।

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং দেখা যায়, যা পরবর্তী সময়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আওয়ামী লীগের দাবিকে জোরালো করে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি এমনই আরেকটি নির্বাচন দেখা গেল, যাতে প্রধান বিরোধী দল অনুপস্থিত ছিল এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থায় বেশিরভাগ সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। বলা দরকার, সে সময়ও সাহসী বক্তব্য প্রদানের জন্য রওনক জাহান প্রশংসিত হন। ■

আলোকিত নারী

জুডিথ চমস্কি

● শানজিদ অর্ণব

জুডিথ চমস্কি মার্কিন মানবাধিকার আইনজীবী। ৫৫ বছর ধরে দুনিয়ার নানা প্রান্তের মানুষের অধিকার নিয়ে লড়ছেন জুডিথ। মানুষের অধিকার নিয়ে প্রথম রাস্তায় নামেন গত শতকের পঞ্চাশের দশকে। মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য পৃথক লাঞ্চ কাউন্টার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাঠে নামেন তিনি। সেখান থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কুখ্যাত আবু গারিব কারাগারের নির্যাতিত বন্দিদের জন্যও আইনি লড়াই করেছেন তিনি।

জুডিথের জন্ম ১৯৪২ সালে পেনসিলভানিয়ায়। বিখ্যাত মার্কিন বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কির আত্মীয় জুডিথ। ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে এবং ১৯৮৪ সালে এল সালভাদরের নির্বাচনে পর্যবেক্ষক ছিলেন জুডিথ। বসনিয়া এবং পূর্ব তিমুরের মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আদালতে যান তিনি। ইসরায়েল কর্তৃক দখলকৃত ওয়েস্ট ব্যাংকে বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের হত্যার বিরুদ্ধে মামলা করতে জুডিথ সাহায্য করেছিলেন সেন্টার ফর কনস্টিটিউশনাল রাইটসকে। বার্মা এবং নাইজেরিয়ার গ্রামের মানুষদের পক্ষে আইনি লড়াই করেছেন আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির বিরুদ্ধে। এভাবেই ফিলাডেলফিয়ায় বাস করেও দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের অধিকার নিয়ে লড়েছেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি পড়াশোনা করেছেন নৃবিজ্ঞান নিয়ে। সে সময়েই ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমত তৈরিতে কাজ করেছেন তিনি। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন মানুষের অধিকার নিয়ে আইনি লড়াই চালাতে হলে আইন পড়তে হবে। এরপর শুরু করেন আইন নিয়ে পড়াশোনা।

বর্তমানে জুডিথ চমস্কি সেন্টার ফর কনস্টিটিউশনাল রাইটসের অ্যাটর্নি হিসেবে কাজ করছেন। নিজের সম্পর্কে জুডিথ বলেন, '১৯৬৭ সালে আমি মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী তৎপরতা ভিয়েতনাম সামারে যোগ দিই। এটাই ছিল আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। এখান থেকেই আমি যুদ্ধবিরোধী অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে কাজ শুরু করি।' ■